Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

# সন্তানকে কেনো দ্বীন শিক্ষা দিব


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হাজিবুন নাহার লনি

রোলঃ ২১৬০২১১৪০


১ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## সন্তানকে কেনো দ্বীন শিক্ষা দিব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হাজিবুন নাহার লনি

রোলঃ ২১৬০২১১৪০

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

### প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "সন্তানকে কেনো দ্বীন শিক্ষা দিব" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হাজিবুন নাহার লনি, আইডিঃ 216021140 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

______________________

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

______________________

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " **সন্তানকে কেন দ্বীন শিক্ষা দিব** " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের আরমান হুসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

হাজিবুন নাহার লনি

(স্বাক্ষর)

**হাজিবুন নাহার লনি**

আইডিঃ ২১৬০২১১৪০

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

১ জুন, ২০২৪ ইং

# সূচীপত্র

# ১। ভুমিকা

উত্তম লালনপালন - তারবিয়াত পিতা-মাতার উপর সন্তানের হক যেমন মাতা-পিতার খেদমত, ও সম্মান  সন্তানের কর্তব্য তেমনি মাতা-পিতারও সন্তানের হকসমূহ আদায় করা কর্তব্য। এজন্যই জানা উচিত, তাদের উপর সন্তানের কী কী হক ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে এবং সন্তানের সাথে তাদের আচার-ব্যবহার কেমন হতে হবে। আর তাদের দ্বীনী তারবিয়াত কীভাবে করতে হবে। মূলত তাদেরকে দ্বীনী তারবিয়াত করা, পিতা-মাতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। যে মা-বাবা সন্তানের দ্বীনী তারবিয়াতের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করবেন তারা দুনিয়া-আখেরাত উভয়জগতে কামিয়াব হবেন। আর যে মা-বাবা সন্তানের দ্বীনী তারবিয়াত করবেন না তারা পরকালে জবাবদিহির সম্মুখীন হবেন।

পিতা-মাতার দেওয়া শিক্ষা সন্তানের জন্য পাথেয় হয়। এ জন্য আদর্শ পিতা-মাতার কর্তব্য হলো সন্তানকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া। সন্তানকে দ্বীন শেখানোর ক্ষেত্রে পিতা-মাতার অলসতা কোনোভাবেই কাম্য নয়। প্রত্যেকে নিজের সন্তান-সন্ততিকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার প্রতি আগ্রহী হওয়া চাই। এভাবে সবাই চিন্তা করলে পৃথিবীর বুকে নেমে আসতে পারে জান্নাতি এক মনোরম পরিবেশ; জানমালের নিরাপত্তা এবং অনাবিল শান্তি।

আল্লাহ তায়ালা কোরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন, ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেকে এবং পরিবারবর্গকে ভয়াবহ আগুন থেকে বাঁচানোর ব্যবস্থা করো।’ (সুরা তাহরিম, আয়াত : ৬)

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলছেন, তোমরা নিজে জাহান্নাম থেকে বাঁচো এবং পরিবারকে বাঁচাও। আর এই জাহান্নাম থেকে বাঁচার উপায় হল, সন্তানের প্রতি শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত হকসমূহ পালন করা। আর এই হুকুক সন্তান জন্মলাভের পর থেহে শুরু হয়ে যায়। সন্তানের তরবিয়ত ইসলামের এক জরুরি বিধান। আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি কণা আল্লাহর দান। জীবনের প্রতিটি বিন্দু আল্লাহর দয়া। তাই আমাদের অস্তিত্ব ও জীবন আল্লাহর কাছে ঋণী। আমাদের উপর আল্লাহর অফুরন্ত নিআমতরাজির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি নিআমত হল আমাদের সন্তানেরা।

## ২। সন্তান প্রতিপালনে ইসলামের নির্দেশনা

আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি কণা আল্লাহর দান। জীবনের প্রতিটি বিন্দু আল্লাহর দয়া। তাই আমাদের অস্তিত্ব ও জীবন আল্লাহর কাছে ঋণী। আমাদের উপর আল্লাহর অফুরন্ত নিআমতরাজির মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য একটি নিআমত হল আমাদের সন্তানেরা। আল্লাহ যাকে দান করেন সে-ই কেবল অধিকারী হতে পারে এ নিআমতের। ইরশাদ হয়েছেঃ

لِلهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ، يَخْلُقُ مَا يَشَاۤءُ، يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاۤءُ الذُّكُوْرَ .اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا، وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَاۤءُ عَقِيْمًا، اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা দেন এবং যাকে চান পুত্র দেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। [সূরা শুরা-৪২: ৪৯-৫০]

সন্তান জীবনের শোভন ও সৌন্দর্য।সুসন্তান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সন্তানের চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন মা-বাবা। আদর্শ সন্তানের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান বৃদ্ধি হয় তাঁদের। মৃত্যুর পরও তার সুফল পেতে থাকেন অনন্তকাল। পবিত্র কোরআনে সন্তানকে আল্লাহ তাআলা জীবনের সৌন্দর্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا

সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা। আর স্থায়ী সৎকাজ তোমার রবের নিকট প্রতিদানে উত্তম এবং প্রত্যাশাতেও উত্তম।(সূরা কাহফ-১৮ঃ৪৬)

দায়িত্বসচেতন মা-বাবার কর্তব্য হলো শৈশব থেকেই সন্তানকে ধর্মীয় অনুশাসনে গড়ে তোলা।

নিম্নে সন্তান প্রতিপালনে মা-বাবার করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

১. সন্তানের জন্য দোয়া করা : সন্তানকে সুসন্তান হিসেবে গড়ে তুলতে তাকে একটি পবিত্র পরিবেশ দেওয়ার পাশাপাশি তার জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করতে হবে। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ সন্তানের জন্য করণীয় বহু দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন, তন্মধ্যে অন্যতম একটি হলো, 'হে আমাদের রব! আমাদের জন্য এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান করুন, যারা হবে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর এবং আমাদের করুন মুত্তাকিদের জন্য অনুসরণযোগ্য।' (সুরা : ফুরকান, আয়াত : ৭৪)

২. শিশুর কানে তাওহিদ ও রিসালাতের বাণী পৌঁছানো : জন্মের পর সন্তানের প্রথম শ্রবণ যেন তাওহিদ, রিসালাত ও আল্লাহর বড়ত্ব দিয়ে শুরু হয়। নামাজ ও কল্যাণের প্রতি আহ্বানসহ তাওহিদ, রিসালাত ও আল্লাহর বড়ত্ব দিয়ে সাজানো আজান-ইকামতের ধ্বনি শুনিয়ে দেওয়া নবীজির নির্দেশিত একটি পন্থা। হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যার সন্তান হয়, সে যেন তার ডান কানে আজান এবং বাম কানে ইকামত দেয়। (শুআবুল ঈমান, হাদিস : ৮৬১৯)

জন্ম-পরবর্তী সময় ছাড়াও এই আজান সুযোগে সুযোগে বাচ্চার কানে দেওয়া যেতে পারে। আশা করা যায়, পবিত্র এই কথাগুলো নবজাতকের নিষ্পাপ মনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে। শিশু যখন মুখ ফুটে কথা বলার চেষ্টা করে তখন তাকে কালেমা ও আল্লাহর জিকির শেখানো উচিত। নবীজি (সা.) বলেন, তোমাদের শিশুদের সর্বপ্রথম কালেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শেখাও। আর যখন মৃত্যুর মুখে উপনীত হয়, তখনো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তালকিন (সামনে বারবার উচ্চারণ) করো। কেননা যার প্রথম কথা হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আর শেষ কথাও হবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', সে যদি হাজার বছরও বেঁচে থাকে, একটি গুনাহ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসিত হবে না। (শুআবুল ঈমান, হাদিস : ৮৬৪৯)

এ ছাড়া দুধ খাওয়ানোর সময় ‘বিসমিল্লাহ’ জোরে বলা। দৈনন্দিন পঠিত বিভিন্ন দোয়া শিশুকে শুনিয়ে পড়া। বাবা-মায়ের এমন অভ্যাস শিশুর পরিণত জীবনে আমলের ক্ষেত্রে সহজ ও স্বাভাবিক হবে।

৩. সন্তানকে ভালো ও সুন্দর উপদেশ দেওয়া : সন্তান যখন বুঝে উঠতে শুরু করে তখন তাকে বিভিন্ন সৎ উপদেশ দিতে থাকবে। সন্তানকে দেওয়া লোকমান হাকিমের সেই উপদেশ ও শিক্ষাগুলো পবিত্র কোরআন থেকে তুলে ধরা হলো—

একত্ববাদের শিক্ষা : ‘হে পুত্র, আল্লাহর সঙ্গে শরিক করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা মহা অন্যায়।’ (সুরা : লোকমান, আয়াত : ১৩)

তাকওয়ার শিক্ষা : ‘হে পুত্র! যদি তা (পাপ-পুণ্য) হয় সরিষার দানার সমান এবং তা থাকে পাথরের ভেতর অথবা আসমান জমিনের যেকোনো স্থানে, আল্লাহ তা উপস্থিত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী।’ (সুরা : লোকমান : আয়াত : ১৬)

আল্লাহর আনুগত্যের শিক্ষা : ‘হে পুত্র! নামাজ কায়েম করো, মানুষকে সৎকাজের আদেশ করো, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং তোমার যে কষ্ট দেখা দেয়, তাতে ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই এটা অত্যন্ত দৃঢ় ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।’ (সুরা : লোকমান, আয়াত : ১৭)

শিষ্টাচার শিক্ষা : ‘মানুষের সামনে (অহংকারে) নিজ গাল ফুলিয়ো না এবং ভূমিতে দর্পভরে চলিয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো দর্পিত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।’ (সুরা : লোকমান, আয়াত : ১৮)

ভদ্রতা ও শালীনতার শিক্ষা : ‘নিজ পদচারণে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং নিজ কণ্ঠস্বর সংযত রেখো। নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর গাধাদেরই স্বর।’ (সুরা : লোকমান, আয়াত : ১৯)। আল্লাহ কবুল করুন।

## ৩৷ সন্তান আল্লাহর নিআমত : চাই যথাযথ তালীম-তারবিয়াত

আল্লাহ তাআলার নিআমত অপরিসীম। গুনে শেষ করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা নিজেই ঘোষণা দিচ্ছেন—

وَ اِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوْهَا اِنَّ اللهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

তোমরা যদি আল্লাহর নিআমতসমূহ গুনতে শুরু কর, তবে তা গুনে শেষ করতে পারবে না। বস্তুত আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। —সূরা নাহল (১৬) : ১৮

বান্দার কর্তব্য হল, নিআমতের শোকর আদায় করা। মুখে এবং কাজের মাধ্যমে।

এই কর্তব্য পালন করলে দয়াময় আল্লাহ নিআমত আরও বাড়িয়ে দেবেন। আর কর্তব্যে অবহেলা করলে রয়েছে কঠিন শাস্তি। আল্লাহ তাআলা বলেন—

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ.

যদি তোমরা শোকর কর তবে আমি অবশ্যই তোমাদের আরও বেশি দেব। আর যদি অকৃতজ্ঞ হও, তবে আমার শাস্তি অবশ্যই কঠোর। —সূরা ইবরাহীম (১৪) : ০৭

আমাদের সন্তান-সন্ততিও এমন এক মহা নিআমত, যা শুধু সে-ই পায়, আল্লাহ যাকে দান করেন। এখানে কারও কোনোরূপ ক্ষমতা চলে না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন। অথবা তাদের দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আর যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। তিনি নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান। —সূরা শূরা (৪২) : ৪৯-৫০

অতএব সন্তান-সন্ততিকে মহান আল্লাহর বিশেষ নিআমত জ্ঞান করে শোকর আদায় করতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে তাদের ব্যাপারে আমাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। এ সম্পর্কে কাল কিয়ামতে আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

এক দীর্ঘ হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

পুরুষ তার পরিবারের যিম্মাদার; পরিবার সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। নারী তার স্বামীর ঘর ও তার সন্তানদের যিম্মাদার; তাদের সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। — সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৯২৮

## ৪। সন্তান গুরুত্বপূর্ণ আমানত

সন্তান আল্লাহর দান। আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় এক আমানত। আল্লাহ এর মাধ্যকে পরীক্ষা করেন  বান্দা এই আমানতের যথাযথ হেফাযত করে কি না। সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দুইভাবে পরীক্ষা করেন। এক. সন্তানের কারণে বান্দা আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করে কি না। দুই. বান্দা সন্তানকে আমানত মনে করে কি না এবং সে আমানতের হেফাযতে যত্নবান হয় কি না। আল্লাহ তাআলা বলেন

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، وَّ اَنَّ اللهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ

জেনে রেখ, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা। আর মহা পুরস্কার রয়েছে আল্লাহরই কাছে। সূরা আনফাল (৮) : ২৮

### ৪.১. সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত

আল্লাহ পাক প্রতিটি প্রাণকে জোড়াবদ্ধ করার পর তারা তৃতীয় একটা কোমল স্পর্শ খুঁজে, যা সন্তানের নেয়ামাত হিসেবে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে দেন। সন্তানই একটা সম্পর্ক কে পূর্ণ করে, সুন্দর করে।

প্রতিটা মা বাবার কাছে সন্তান হচ্ছে সবচেয়ে বেশি সুন্দর, আকাঙ্ক্ষিত, সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার জিনিস। কেয়ামত পর্যন্ত মা-বাবা সন্তানের মাধ্যমে আল্লাহ পাক পৃথিবীতে প্রতিনিধি পাঠাবেন। সন্তানের জন্য মা বাবার মনে এক অতুলনীয় ভালোবাসা আল্লাহ্ পাক দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এ সন্তান হচ্ছে আল্লাহ তাআলার আমানাত, আল্লাহরই খলিফা। আর প্রতিটা শিশুই জন্মগতভাবে সত্য এবং হক ফিতরাতের উপর জন্ম নেয়।

নবীজী বলেন-

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ .

প্রতিটি সন্তানই 'ফিতরাত'-এর উপর (হেদায়েত ও সত্যপথ গ্রহণের সহজাত যোগ্যতা নিয়েই) জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তার মাতা-পিতা তাকে ইহুদী বানায়, খ্রিস্টান বানায় বা অগ্নিপূজারী বানায়।
-(সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩৮৫)

সন্তান-সন্ততি বান্দার প্রতি আল্লাহর উপহার তেমনি করে পবিত্র আমানতও । পরকালে আল্লাহ পিতা-মাতাকে সন্তানের বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন। যেহেতু ফিতরাত গত ভাবে শিশুকে আল্লাহ্ পাক পাপ কাজ হতে পবিত্র রেখেছেন তাই পরবর্তীতে সে যেন দীনের ওপর অটল থাকে সেটা নিশিচত করা মা বাবার দায়িত্ব।

সন্তানকে আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে লালন-পালন করলে রোজ হাশরের দিবসে এই সন্তানই আমার বিরুদ্ধে আল্লাহর দরবারে নালিশ করবে।

সুসন্তান শুধু পার্থিব জীবনের সম্পদ নয়। পরকালীন জীবনের জন্যও তারা হবে কল্যাণের বাহক। এই আমানাত কে যদি আল্লাহ্র আর নবীজির দেখানো পথে চালনা করা যায়

আখিরাতের জীবনে সে আমার জন্য আলো হবে, আমার জন্য সাদকায়ে জারিয়া হবে। হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

ইয়াহইয়া ইবনু আইয়্যুব ও কুতাইবাহ্ (রহঃ) ..... আবূ হুরাইরাহ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায় তিন প্রকার আমল ছাড়া। ১. সাদাকা জারিয়াহ্ অথবা ২. এমন ইলম যার দ্বারা উপকার হয় অথবা ৩. পুণ্যবান সন্তান যে তার জন্যে দু'আ করতে থাকে। (মুসলিম, হাদিস: ১৬৩১)

তাই আমাদের জন্য এটাই কল্যাণ যে আমাদের সন্তান কে আমাদের আখিরাতের জন্য আমানত বানাবো আখিরাতের সম্পদ বানাবো।

## ৪.২. সন্তানের হক

হক এর ব্যাপারে আল্লাহ পাক প্রত্যেক বান্দাকে অনেক বেশি সতর্ক থাকতে বলেছেন, খাস করে যখন তা বান্দার হকের সাথে সম্পর্কিত। আর আমাদের সন্তানের প্রতি আমাদের অনেক হক রয়েছে, তা পালনের জন্য আল্লাহ এবং আমাদের রাসূল (সাঃ)আমাদের সুন্দর পন্থা শিখিয়ে দিয়েছেন। সুন্নতী পন্থায় সন্তান লালন-পালন করা প্রত্যেক মুসলমান মা বাবার

অন্যতম ইমানী দায়িত্ব। আর সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর থেকেই মা বাবার উপর এই দায়িত্ব এসে যায়। যেমনঃ

**(১) কানে আযান দেয়া:**

সন্তান দুনিয়াতে আসার পর প্রথম কাজ হচ্ছে পরিষ্কার করে তার ডান কানে আজান দিবে, ছেলে হোক বা মেয়ে। এটি মা বাবার উপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং সন্তানের হক। সন্তানের শুরুটা যেনো হয় মালিকের শ্রেষ্ঠত্বের আর একত্ববাদের ঘোষণা দ্বারা।

হাদিসে এসেছে,

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ - بِالصَّلاَةِ .

উবাইদুল্লাহ ইবনু আবূ রাফি’ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিনি বলেন, ফাত্বিমাহ (রাঃ) যখন ‘আলী (রাঃ)-এর পুত্র হাসান (রাঃ)-কে প্রসব করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার কানে সলাতের আযানের ন্যায় আযান দিয়েছিলেন।

-সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৫১০৫

**(২) সুন্দর নাম রাখা:**

সন্তানের সুন্দর নাম রাখাও কিন্তু সন্তানের হক। সুন্দর নাম রাখার তাগিদ দিয়েছেন আমাদের রাসুলুল্লাহ (সা.) ।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. ও আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

أدبه ويحسن اسمه يحسن أن الوالد على الولد حق من

অর্থ: সন্তানের সুন্দর নাম রাখা ও তার উত্তম তারবিয়াতের ব্যবস্থা করা বাবার উপর সন্তানের হক।

-মুসনাদে বাযযার (আলবাহরুয যাখখার), হাদীস ৮৫৪০

**(৩) আক্কিকা করা:**

আকিকার আভিধানিক অর্থ: আল্লাহর দরবারে নজরানা পেশ করা, শুকরিয়া আদায় করা, জানের সদকা দেওয়া ও আল্লাহর নি'আমতের মোকাবেলায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। ইসলামী পরিভাষায় আকিকা হচ্ছে, নবজাতকের পক্ষ থেকে পশু জবেহ করা। আলেমদের অনেকেই আকিকা করাকে সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ বলেছেন।

হাদিস শরীফে আছে,

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَيُسَمَّى أَصَحُّ كَذَا قَالَ سَلاَّمُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ عَنْ قَتَادَةَ وَإِيَاسُ بْنُ دَغْفَلٍ وَأَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ . قَالَ " وَيُسَمَّى " . وَرَوَاهُ أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " وَيُسَمَّى.

সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, প্রত্যেক শিশু তার আক্বীক্বাহ্‌র বিনিময়ে বন্ধক থাকে। তার জন্মের সপ্তম দিনে আক্বীক্বাহ করতে হয়, মাথার চুল ফেলতে হয় এবং নাম রাখতে হয়। আবূ দাঊদ বলেন, 'ইউদমা'' শব্দের পরিবর্তে 'ইউসাম্মা' শব্দটি অধিক সঠিক।

-সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৮৩৮

হাদিস শরীফে আরো এসেছে,

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَعَ الْغُلاَمِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى.

সালমান ইবনু ‘আমির আদ-দাব্বী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, প্রতিটি সন্তানের সাথে আক্বীক্বাহ রয়েছে। সুতরাং তার পক্ষ হতে রক্ত প্রবাহিত করো এবং তার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করো।

-সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২৮৩৯

**(৪) সদকাহ করা:**

নবজাতকের চুল সমপরিমাণ রৌপ্য দান করার ব্যাপারে হাদিস বর্ণিত। কিন্তু সেটি সহীহ-যঈফ হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিসদের মতে দ্বিমত রয়েছে। হাদীসটি হল, আলী রা. বলেন:

عقّ رسول الله – صلى الله عليه و سلم – عن الحسَن بشاةٍ و قال يا فاطمة احلقي رأسه و تصدقي بزنةِ شعره فضّةً

‘‘আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসানের পক্ষ হতে ছাগল আক্বীকা করেন এবং ফাতেমা রা. কে বলেন: তার মাথা মুণ্ডন করে দাও এবং চুলের ওজন বরাবর রৌপ্য সদকা করে দাও।’’

[তিরমিযী, অধ্যায়, আযাহী, হাদীস নং ১৫১৯। তবে ইমাম তিরমিযি, বাইহাকী, ইবনুল কাত্তান, ইবনুল কাইয়েম প্রমূখ মুহাদ্দিসগণ এটির সনদগত কিছু সমস্যার কথা তুলে ধরে যঈফ বলেছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম আলবানী রহ. এটিকে অন্যান্য সমার্থবোধক হাদিসের সমন্বয়ে হাসান বলেছেন।]

মোটকথা উক্ত হাদিসটি সহীহ-যঈফ হওয়ার ব্যাপারটি দ্বিমতপূর্ণ হওয়ায় এটি আমল যোগ্য কি না তা নিয়েও আলেমদের মাঝে দ্বিমত সৃষ্টি হয়েছে।
যোহোক, কেউ যদি উক্ত হাদিসের প্রতি আমল করতে চায় তাহলে করতে পারে আর না করলেও সমস্যা নেই ইনশাআল্লাহ।

**(৫) খাতনা করা:**
ছেলেদের খাতনা করানো একটি অন্যতম সুন্নাত। খাতনা করা মুসলমানদের নিদর্শন। এটা তাদের (মুসলমানদের) ইহুদি-খ্রিষ্টান থেকে পৃথককারী স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। সুতরাং অন্যান্য নিদর্শনের মত এটাও ওয়াজিব।

أَبِي عَنْ الأَعْرَجِ، عَنِ الزِّنَادِ، أَبُو حَدَّثَنَا حَمْزَةَ، أَبِي بْنُ شُعَيْبُ أَخْبَرَنَا الْيَمَانِ، أَبُو حَدَّثَنَا وَاخْتَتَنَ سَنَةً، ثَمَانِينَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمُ اخْتَتَنَ " قَالَ وسلم عليه الله صلى اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ هُرَيْرَةَ، مُشَدَّدٌ مَوْضِعٌ وَهُوَ "بِالْقَدُّومِ" وَقَالَ الزِّنَادِ أَبِي عَنْ الْمُغِيرَةُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا .مُخَفَّفَةً ." بِالْقَدُومِ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ ইব্‌রাহীম (আঃ) আশি বছর বয়সের পর ‘কাদূম’ নামক স্থানে নিজেই নিজের খাত্‌না করেন।
কুতাইবাহ (রহঃ)আবুষ যিনাদ (রহঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ ‘কাদ্দুম’ একটি জায়গার নাম।
-সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬২৯৮

অনেক ফক্বীহ্ ইমাম মালিক এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, এটা সুন্নাত। কিন্তু এটা তার কাছে সুন্নাত হলেও তা পরিত্যাগ করা গুনাহের কাজ।

إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، بْنُ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مُوسَى، بْنُ عَبَّادُ أَخْبَرَنَا الرَّحِيمِ، عَبْدِ بْنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا النَّبِيُّ قُبِضَ حِينَ أَنْتَ مَنْ مِثْلُ عَبَّاسٍ ابْنُ سُئِلَ قَالَ جُبَيْرٍ، بْنِ سَعِيدِ عَنْ إِسْحَاقَ، أَبِي عَنْ يُدْرِكَ حَتَّى الرَّجُلَ يَخْتِنُونَ لاَ وَكَانُوا قَالَ .مَخْتُونٌ يَوْمَئِذٍ أَنَا قَالَ وسلم عليه الله صلى.

সা’ঈদ ইবনু যুবায়র (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিনি [সা’ঈদ ইবনু যুবায়র (রাঃ)] আরও বলেনঃ তাদের নিয়ম ছিল যে, সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তারা খাত্না করতেন না।(আধুনিক প্রকাশনী- ৫৮৫৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৭৪৯)

-সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৬২৯৯

**(৬) তাওহীদ শিক্ষা দেয়া:**

শিশু যখন কথা বলা আরম্ভ করবে তখন থেকেই আল্লাহর তাওহীদ শিক্ষা দতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে লক্ষ্য করে বলেন:

হাদিসে এসেছে,

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَابْنُ، لَهِيعَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَجَّاجِ، قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْمَعْنَى، وَاحِدٌ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا فَقَالَ " يَا غُلاَمُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ

لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিনি বলেন, কোন এক সময় আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পিছনে ছিলাম। তিনি বললেনঃ হে তরুণ! আমি তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি- তুমি আল্লাহ তা‘আলার (বিধি-নিষেধের) রক্ষা করবে, আল্লাহ তা‘আলা তোমাকে রক্ষা করবেন। তুমি আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখবে, আল্লাহ তা‘আলাকে তুমি কাছে পাবে। তোমার কোন কিছু চাওয়ার প্রয়োজন হলে আল্লাহ তা‘আলার নিকট চাও, আর সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে আল্লাহ তা‘আলার নিকটেই কর। আর জেনে রাখো, যদি সকল উম্মাতও তোমার কোন উপকারের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হয় তাহলে ততটুকু উপকারই করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহ তা‘আলা তোমার জন্য লিখে রেখেছেন। অপরদিকে যদি সকল উম্মাত তোমার কোন ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ হয়, তাহলে ততটুকু ক্ষতিই করতে সক্ষম হবে, যতটুকু আল্লাহ তা‘আলা তোমার তাক্বদিরে লিখে রেখেছেন। কলম তুলে নেয়া হয়েছে এবং লিখিত কাগজসমূহও শুকিয়ে গেছে।

-সহীহঃ মিশকাত (৫৩০২), যিলালুল জান্নাত (৩১৬-৩১৮) [তিরমিযী: ২৫১৬]

**(৭) দ্বীনি ইলম শিক্ষা দেয়া:**

একজন মুসলিম হিসেবে আমরা সন্তানকে বুদ্ধি বিকাশের প্রথম প্রহরেই দীন সম্পর্কে ধারণা দিতে থাকবো। সন্তান কথা বলা শুরু করতেই আমরা অনেকে আল্লাহ, আব্বু-আম্মু শিক্ষা দেই। কালেমায়ে শাহাদাহ শেখাই। তারপর ক্রমেই তাকে সালাত, সিয়াম ইত্যাদি ইবাদতের সঙ্গে পরিচিত করাই। কিন্তু যে কাজটি আমরা করি না তা হলো সন্তানকে

তাওহীদ শিক্ষা দেয়া, ঈমানের মোটামুটি বিস্তারিত শিক্ষা দেয়া এবং তাওহীদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক দিকগুলো সম্পর্কে ধারণা দেয়া, এসব সম্পর্কে গুরুত্বের সাথে শিক্ষা দেয়া হয় না। একসময়  দেখা যায় আমাদের সন্তানরা বড় হয়েও অবচেতন মনে তাওহীদের শিক্ষা পরিপন্থী কাজ করে বসে। শিরকের গন্ধ মিশ্রিত কথা বলে বসে। শিশুকালের এই ঘাটতি আর সারা জীবনেও পূরণ হয় না।

রাসূল সাঃ ঈমানের শিক্ষাক এলেম ও আমলের শিক্ষার ওপর অগ্রাধিকার দিতেন

হাদিসে এসেছে,

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ نَجِيحٍ، - وَكَانَ ثِقَةً - عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَنَحْنُ فِتْيَانٌ حَزَاوِرَةٌ فَتَعَلَّمْنَا الإِيمَانَ قَبْلَ أَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ إِيمَانًا.

জুনদুব বিন আবদুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:
আমরা নবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ছিলাম। আমরা ছিলাম শক্তিশালী এবং সক্ষম যুবক। আমরা কুরআন শেখার পূর্বে ঈমান শিখেছি, অতঃপর কুরআন শিখেছি এবং তার দ্বারা আমাদের ঈমান বেড়ে যায়।
-সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ৬১

**(৮) কুরআন শিক্ষা দান:**

ছোট বেলা থেকেই সন্তানকে কুরআন শিক্ষা দিতে হবে। কেননা কুরআন শিক্ষা করা ফরয। আর কোরআনই কেবল আল্লাহর সাথে বান্দার সুন্দর সম্পর্ক করে দিতে পারে। মা বাবা হিসেবে আপনার দায়িত্ব যে আপনি এই পথ তার জন্য সহজ এবং সাবলিল করবেন। দ্বীনের জন্য,  আখিরাতের জন্য নিজের পরিবারের পথ সুগম করুন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন হতে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকূল, আল্লাহ তাদেরকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদেরকে আদেশ করা হয়।

[সূরা আত-তাহরিম (৬৬): ৬]

কুরআন শিক্ষা দেয়ার চেয়ে উত্তম কাজ আর নেই।

হাদিসে এসেছে,

أَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ

উসমান ইব্‌নু আফ্‌ফান (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

তিনি বলেন, নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম তারা, যারা নিজেরা কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৪৬৫৪, ইসলামী ফাউন্ডেশনঃ ৪৬৫৮)

-সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৫০২৮

**(৯) সলাত শিক্ষা দেয়া ও সলাত আদায়ে অভ্যস্ত করা**

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্তানের হক যে পিতা-মাতা তার সন্তানকে সলাত শিক্ষা দিবেন এবং সলাত আদায়ে অভ্যস্ত করাবেন। ঈমানের পর নামাজই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। রাসুলুল্লাহ (সা.) নামাজকে মুসলিম ও অমুসলিমের মধ্যে পার্থক্যকারী আখ্যা দিয়েছেন।

হাদিসে এসেছে,

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ .رَوَاهُ مُسْلِمٌ

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:
তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ (মু’মিন) বান্দা ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য হল সলাত পরিত্যাগ করা।
[১] সহীহ: মুসলিম ৮২, আবূ দাঊদ ৪৬৭৮, নাসায়ী ৪৬৪, তিরমিযী ২৬২০, ইবনু মাজাহ্ ১০৭৮।
হাদিসে আরো এসেছে,

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، - يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَّارٍ أَبِي حَمْزَةَ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْزَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ .

‘আমর ইবনু শু‘আইব (রহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার থেকে বর্ণিতঃ:
তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে সলাতের জন্য নির্দেশ দাও। যখন তাদের বয়স দশ বছর হয়ে যাবে তখন (সলাত আদায় না করলে) এজন্য তাদেরকে মারবে এবং তাদের ঘুমের বিছানা আলাদা করে দিবে।
-সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪৯৫

সন্তানকে কোরআন, সালাত শেখায় না এমন মা-বাবার হার অনেক। অথচ আল্লাহ পাক বলেন,

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " كُلُّكُمْ رَاعٍ ". وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ شِهَابٍ ـ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقُرَى ـ هَلْ تَرَى أَنْ أُجَمِّعَ. وَرُزَيْقٌ عَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا، وَفِيهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ، وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةَ، فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ ـ وَأَنَا أَسْمَعُ ـ يَأْمُرُهُ أَنْ يُجَمِّعَ، يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ـ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ ـ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ".

‘উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ:

আমি আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল। লায়স ইব্‌নু সা‘দ (রাঃ) আরো অতিরিক্ত বলেন, (পরবর্তী রাবী) ইউনুস (রহঃ) বলেছেন, আমি একদা ইব্‌নু শিহাব (রহঃ)-এর সঙ্গে ওয়াদিউল কুরা নামক স্থানে ছিলাম। তখন রুযাইক (ইব্‌নু হুকায়ম (রহঃ) ইব্‌নু শিহাব (রহঃ)-এর নিকট লিখলেন, আপনি কী মনে করেন, আমি কি (এখানে) জুমু‘আর সালাত আদায় করব? রুযায়ক (রহঃ) তখন সেখানে তাঁর জমির কৃষি কাজের তত্ত্বাবধান করতেন। সেখানে একদল সুদানী ও অন্যান্য লোক বাস করত। রুযায়ক (রহঃ) সে সময় আইলা শহরের (আমীর) ছিলেন। ইব্‌নু শিহাব (রহঃ) তাঁকে জুমু’আ কায়িম করার নির্দেশ দিয়ে লিখেছিলেন এবং আমি তাকে এ নির্দেশ দিতে শুনলাম। সালিম (রহঃ) তার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ‘আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌নু ‘উমর (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককেই অধীনস্থদের (দায়িত্ব) জিজ্ঞাস করা হবে। ইমাম [১] একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, তাঁকে তাঁর অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস

করা হবে। পুরুষ তার পরিবার বর্গের অভিভাবক, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। নারী তার স্বামী-গৃহের কর্ত্রী, তাকে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। খাদিম তার মনিবের ধন-সম্পদের রক্ষক, তাকেও তার মনিবের ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। ইব্‌নু 'উমর (রাঃ) বলেন, আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেছেনঃ পুত্র তার পিতার ধন-সম্পদের রক্ষক এবং এগুলো সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে। তোমরা সবাই দায়িত্বশীল এবং সবাইকে তাদের অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।
-সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৮৯৩

**(১০) বিবাহ দেয়া:**

উপযুক্ত বয়সে বিয়ের ব্যবস্থা করে সন্তান পাপ থেকে বিরত রাখাও মা বাবার দায়িত্ব এবং সন্তানেন হকও বটে।

সুন্নাহ পদ্ধতিতে বিবাহ দেয়া এবং বিবাহর যাবতীয় কাজ সম্পাদন করা এবং উপযুক্ত সময়ে বিবাহর ব্যবস্থা করা। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে: "নিশ্চয়ই পিতার উপর সন্তানের হকের মধ্যে রয়েছে, সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে তাকে বিবাহ দেবে।" [জামিউল কাবীর]

## ৫। শিশুমনে দ্বীনের বীজ রোপণের গুরুত্ব

উম্মাহর আগামী প্রজন্মের কেবল অস্তিত্ব রক্ষায় নয়; তাদের চিন্তা-চেতনা, বোধ-বিশ্বাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং আদর্শ ও নৈতিকতার সুরক্ষায় মৌলিক অবদান রাখেন পিতামাতা। এক্ষেত্রে তারা ভিত্তিমূলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। গুরুত্বপূর্ণ এ অধ্যায়টি তাদের সহায়তায় নয়; বরং মূল কর্মযজ্ঞটা তাদের হাত ধরেই হতে হয়। নতুবা মানবতা ও মনুষ্যত্বের ধারা প্রকৃতপক্ষে যা উম্মাহর প্রকৃত মূল্য ও অবস্থান এবং তার অস্তিত্বের প্রয়োজন ও গুরুত্বের স্বাক্ষর বহন করে তা টিকে থাকতে পারে না।

দুটি ক্ষেত্রের কথা বলতে চাইছি, তা হল-

এক. শিশুর দ্বীনী তালীম-তরবিয়ত এবং ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষার প্রথম পাঠটা তাকে রপ্ত করিয়ে দিন। তার দিল ও দেমাগে ঈমান ও ইসলাম খোদাই করে দিন এবং দ্বীনী চেতনা ও মূল্যবোধ তার মাঝে প্রোথিত করে দিন।

দুই. ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুনের হেফাযত করুন এবং বিজাতীয় কৃষ্টি-কালচারের ছোবল থেকে সন্তানকে রক্ষা করুন।

◇ শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ এবং মনোবিজ্ঞানীগণ এ বিষয়ে জোর দিয়েই বলে থাকেন, শিশুর দিল-দেমাগের স্বচ্ছ শ্লেটে যে রেখাই টানো না কেন তা অঙ্কিত হয়ে যায়। আর বিলীন হয় না। অনেকসময় মনে হয়, হয়ত তা হারিয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা বিলকুল উধাও হয়ে যায় না। কোনো কারণে চাপা পড়তে পারে। কিন্তু সময় মতো তা আবার ফুটে ওঠে, জেগে ওঠে।

কথায় আছে- কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাঁকলে করে ট্যাঁশ ট্যাঁশ।অর্থাৎ শিশুটি একদলা নরম কাঁদামাটির মতো থাকে,তাকে যেমন ইচ্ছা গড়ে তোলা যায়।কিন্তু বড় হয়ে গেলে তাকে সোজা করা খুব কঠিন,প্রায় অসম্ভব। শৈশবেই শিশুর কোমল অন্তরে ইসলামের বীজ রোপণ করে দিতে পারলে পরবর্তীতে কোনো শক্তি, কোনো চক্রান্ত, কোনো শিক্ষা, কোনো

দীক্ষা, কোনো সভ্যতা, কোনো সংস্কৃতি, কোনো ধরনের কোনো কিছু খুব সহজে তা মুছে দিতে পারবে না। মিটিয়ে দিতে পারবে না।

◇ শিশুকে কালিমা, নামায, তিলাওয়াত শিখিয়ে দেওয়া, তাকে আল্লাহ-রাসূলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে এই কাজগুলোর পাশাপাশি শিশুকে এ তরবিয়তেও গড়ে তুলতে হবে, যাতে সে কুফর ও শিরক চিনতে পারে, এর অসারতা অনুধাবন করতে পারে এবং এর প্রতি বিতৃষ্ণ মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠে। তাওহীদের বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা রাখে এবং এর প্রতি মহব্বত রাখে। মুসলিম পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে। ঈমান-ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারায় পুলক অনুভব করে। দ্বীনের ব্যাপারে আত্মমর্যাদাশীল হয়। আল্লাহর আনুগত্যে অটল-অবিচল থাকে। আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইশক ও মহব্বতে দিওয়ানা থাকে। গুনাহের প্রতি ঘৃণা বোধ করে। পার্থিব উৎকর্ষকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মনে না করে এবং একেই চূড়ান্ত সফলতা জ্ঞান না করে। সততাপূর্ণ জীবন যাপন, সত্যবাদিতার অভ্যাস, পরোপকারিতা ও পরার্থপরতার আগ্রহ, সৃষ্টির সেবার মানসিকতা এবং দেশাত্মবোধ জাগ্রত করাও পিতামাতার দায়িত্ব।

## ৬। শিশুকে দ্বীনি পরিবেশ প্রদানের গুরুত্ব

মানুষের দ্রুততম বিকাশ হয় শৈশবের শুরুতে। জন্মের পর থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত থাকে বিকাশের এই পর্ব। ছয় মাসের মধ্যেই মানুষের মস্তিষ্কের অর্ধেক গঠিত হয়ে যায় এবং আট বছরের মধ্যে তৈরি হয় ৯০ শতাংশ। শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি, আবেগ, সামাজিক যোগাযোগ ও শারীরিক সম্ভাবনা বিকাশের জন্য এই পর্যায় ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

সে কারণে জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুর অভিজ্ঞতা তার সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা রাখে। কারণ সেগুলোকে ঘিরেই তার মস্তিষ্ক বিকশিত হয়।

আজ যারা কচিকাচা আগামীতে তারাই হবে জাতির কর্ণধার।সন্তানের  যথাযথ হক আদায় করা মা-বাবা ও অভিভাবকের কর্তব্য। কিন্তু অনেক মা-বাবাই সন্তানের তালীম-তরবিয়তের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। এর মূলে রয়েছে :

এক. দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং সন্তান যে একটি মহা আমানত-এ বিষয়ে সচেতনতার অভাব।

দুই. বিজাতীয় রীতি-নীতি ও ফ্যাশন প্রীতি।

তিন. বৈষয়িক উপার্জনকেই জীবনের সাফল্য হিসেবে মনে করা।

এ কারণে সন্তানকে একজন ঈমানদার ও সাচ্চা মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলার তাগিদ তারা বোধ করেন না।  এ সকল মৌলিক চিন্তাগত ভ্রান্তিই সন্তানের তালীম-তারবিয়াতের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

○ সুসন্তান যেমন মা-বাবার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের বড় সম্পদ এবং সদাকা জারিয়া তেমনি সন্তান যদি দ্বীন ও শরীয়তের অনুগত না থাকে, দুর্নীতি ও গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে সে উভয় জগতেই মা-বাবার জন্য বিপদ। দুনিয়াতে লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও পেরেশানির কারণ। আর কবরে থেকেও মা-বাবা তার গুনাহর ফল ভোগ করতে থাকবে। আখিরাতে এই  আদরের দুলালই আল্লাহ তাআলার দরবারে মা-বাবার বিরুদ্ধে আপিল করবে যে,

তারা আমাকে দ্বীন শেখায়নি। তাদের দায়িত্ব পালন করেনি। তাই এই আমানতের হক আদায়ের প্রতি খুবই যত্নবান হতে হবে।

০ একজন সাধারণ মুসলমানের এটুকু সচেতনতা ও আত্মমর্যাদা বোধ থাকা চাই যে, নিজের সন্তানকে কোনো বিধর্মীর হাতে তুলে দিবে না। লক্ষ করে দেখুন তো কোনো ইহুদী বা খৃষ্টান কি তার সন্তানকে কোনো মুসলিমের হাতে তুলে দেয়? তারা এ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে যে, ছাত্রের উপর তার শিক্ষকের অনেক ধরনের প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে পরিণত বয়সের আগে তো শিক্ষকের অনেক কিছুই ছাত্রের হৃদয়পটে অংকিত হয়ে যায়। তাই সন্তানের প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দ্বীনী মাদরাসাই সবচেয়ে উপযোগী। কিন্তু কেউ যদি এতটুকু না পারেন তবে অন্তত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিক্ষকমন্ডলী এবং ধর্মীয় ভাবধারার স্কুল নির্বাচন করা কর্তব্য। এক্ষেত্রে অভিভাবকের ভুল পদক্ষেপ সন্তানের জন্য বড় ধরনের সর্বনাশ ডেকে আনে। এ পর্যায়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

আবু হুরায়রা রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল সাঃ বলেছেন: ‘প্রত্যেক শিশু (ইসলামের) ফিতরতের উপর জন্মলাভ করে। কিন্তু পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বানায়, খৃষ্টান বানায়, অগ্নিপূজক বানায়। (সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩৮৫)

০ অনেক মা-বাবাই সন্তানকে উচ্চ শিক্ষার জন্য অমুসলিম দেশে পাঠিয়ে থাকেন। প্রশ্ন এই যে, এই সন্তান কি সেখান থেকে শুধু উচ্চ ডিগ্রীই নিয়ে আসবে? নাকি সঙ্গে করে ধর্মদ্রোহিতা ও নাস্তিকতাও নিয়ে আসবে, তা কি কখনও ভেবে দেখেছেন তার অভিভাবকগণ? মসজিদে ওই সন্তানের জন্য হুজুরের কাছে দুআ চাওয়া হয় কিন্তু কখনও কি হুজুরের কাছে এ সম্পর্কিত মাসআলা জেনেছেন যে, ওই সব দেশে উচ্চ ডিগ্রী কিংবা উপার্জনের উদ্দেশ্যে যাওয়ার হুকুম কী? মাসআলা হল, বৈরী পরিবেশে গিয়ে যে

ব্যক্তি ইসলামী আদর্শের উপর অবিচল থাকতে পারবে না তার জন্য সেখানে যাওয়ার কোনো অনুমতি নেই। সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও হারাম। কেননা, এতে ইচ্ছা করেই নিজেকে গুনাহ ও কুফুরীর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়।

◇ আজ সুশীল সমাজ সন্তানের ব্যাপক স্বাধীনতার প্রবক্তা। এই নীতি ইউরোপ-আমেরিকা থেকে আমদানীকৃত। যখন সন্তানের আখলাক চরিত্র গড়ার সময় তখন তাকে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হয়। সে ভালো-মন্দ পরিবেশে মিশে যখন যার সাথে ইচ্ছা ঘুরাফেরা করে। ইন্টারনেটে সব ধরনের প্রোগ্রাম দেখতে থাকে। ধীরে ধীরে সে নানা ধরনের মন্দ প্রবণতায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। পরবর্তীতে এই সন্তানই মা-বাবার কষ্টের কারণ হয়ে দাড়াঁয়। সময়মতো শাসন না করার কারণে বড় হয়ে বাবা-মার অবাধ্য হয়ে যায়। তাই এই ধরনের স্বাধীনতা দুনিয়াতেও সন্তান এবং পরিবার কারো জন্য সুখের কারণ হয় না। এর ফলে সমাজে বিশৃংখলা ও অপরাধ বৃদ্ধি পায় এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের এক বৃহৎ অংশ ধ্বংসের মুখে নিপতিত হয়ে যায়।

◇ আজ সমাজে বিভিন্ন ধরনের স্কুল রয়েছে। রয়েছে মাদক নিরাময় স্কুলও। এ জাতীয় স্কুলের সবকটিতে প্রচুর ছাত্র ভর্তি হচ্ছে। এরা ঐ সকল সন্তান, যাদেরকে মা-বাবা সময়মতো নিয়ন্ত্রণ করেননি। সন্তানকে মন্দ ও অসৎকাজ থেকে বাধা দেননি। ফলে সে ধীরে ধীরে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং সন্তানকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া একটি অসুস্থ চিন্তা। ভুল পদক্ষেপ। শরীয়ত বলে, সন্তান মা-বাবার কাছে আল্লাহর আমানত। তার আখলাক-চরিত্র গড়ার দায়িত্ব মা-বাবারই। সময় মতো তাকে শাসন করা, মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা, সৎ ও দ্বীনী পরিবেশে রাখা তাদের নৈতিক দায়িত্ব।

◇ বর্তমান প্রেক্ষাপটে স্বাধীতার অজুহাতে সন্তানকে মুক্ত ছেড়ে দেওয়া তাকে ধ্বংস করারই নামান্তর। বিশেষ করে নিম্নোক্ত বিষয়ে উদারতা করা সন্তানের নিশ্চিত ধ্বংসের কারণ :

ক) অসৎ সংশ্রব অবলম্বনে বাধা প্রদান না করা। সহপাঠী হোক কিংবা প্রতিবেশী বা আত্মীয়ের মধ্যে দুঃশ্চরিত্র ছেলে-মেয়েদের সাথে মেলামেশা করার ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া।

যখন যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে মিশতে দেওয়া। এতে তাদের খারাপ চরিত্র অতি দ্রুত সন্তানের মধ্যে চলে আসে এবং সেও এক সময় তাদের মতো বা তাদের চেয়ে আরো খারাপ হয়ে যাবে।

খ) ডিশ এন্টেনা, ইন্টারনেট এর অশ্লীল প্রোগ্রাম, সিনেমা, টেলিভিশন, অশ্লীল ছবি, নাচ-গান ইত্যাদি দেখতে বাধা না দেওয়া। এক্ষেত্রে ছাড় দেওয়াও ধ্বংসাত্মক। এতে সন্তান পড়ালেখার পরিবেশ থেকে দূরে সরে যায় এবং তার স্বভাব-চরিত্রে অশ্লীলতা প্রবেশ করতে থাকে। ধীরে ধীরে সে বাবা-মার অবাধ্য হয়ে পড়ে এবং অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়ে।

গ) পর্দার বিষয়ে ছাড় দেওয়াও ধ্বংসাত্মক। ঘরে-বাইরে সর্বত্র শরয়ী পর্দা রক্ষা করা ফরয। কিন্তু তথাকথিত মডার্ন ফ্যামিলী শরীয়তের এ হুকুমের প্রতি শীথিলতা করে থাকে। নিজেরা যেমনি পর্দা করে না তেমনি সন্তানকেও পর্দায় থাকার আদেশ দেয় না। এর কারণে সমাজের বিভিন্ন স্তরে গুনাহ ব্যাপক হচ্ছে। সন্তানের চরিত্র ধ্বংস হওয়ার এটি একটি বড় কারণ। তাই এ ব্যাপারে পিতামাতার সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

ঘ) ছেলেদেরকে মাহরাম নয় এমন মেয়েদের সাথে মিশতে দেওয়া এবং মেয়েদেরকে ঘরের বাইরে একাকী যাওয়ার অনুমতি দেওয়া এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে  স্বাধীন ছেড়ে দেওয়াও ধ্বংসাত্মক।এতে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক সমাজে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ছে যে এটিকে তারা হারাম মনে করছে না।ফলশ্রুতিতে ডাস্টবিনে পাওয়া যাচ্ছে নবজাতকের লাশ,আর আমরা স্লোগান তুলছি উন্নয়নের।

## ৭। সন্তানের তারবিয়াত

ইসলামের আলোকে সন্তানের তরবিয়ত একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া যা বিয়ের প্রস্তুতি থেকে শুরু হয়ে গর্ভাবস্থায় মা-এর ধর্মীয় ও নৈতিক আচরণের মাধ্যমে চালিত হয়। বিয়ের ক্ষেত্রে ধর্মপরায়ণতা বিবেচনায় মাকে নির্বাচন করা এবং গর্ভাবস্থায় মায়ের দ্বীনি কর্মকাণ্ড সন্তানের ভবিষ্যৎ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এভাবে, সন্তানের সঠিক ও সুষ্ঠু তরবিয়ত নিশ্চিত করা সম্ভব হয়, যা তাকে একজন সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, এবং দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে। মায়ের গর্ভাবস্থায় সন্তান তার মায়ের কাজকর্ম, আচার-আচরণ, এবং মানসিক অবস্থা থেকে অনেক কিছু গ্রহণ করে। একজন দ্বীনদার মা কুরআন তেলাওয়াত, ইবাদত, এবং দ্বীনি কাজের মাধ্যমে পেটে থাকাকালীন সময় থেকেই সন্তানের তরবিয়ত শুরু করে দেন। মায়ের ধৈর্য, ইবাদত, এবং নৈতিক আচরণ সন্তানের মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশে সহায়তা করে।

### ৭.১. সন্তানের তারবিয়াত

সন্তানের সঠিক তরবিয়তের সবচেয়ে সুন্দর ও বিশুদ্ধ পথ বলেছে ইসলাম। ইসলাম এটাও বলে দিয়েছে, তার তরবিয়ত কোত্থেকে শুরু হবে। অনেকে মনে করেন, বাচ্চা পেটে আসা থেকে তার তরবিয়ত শুরু করতে হয়। কেউ মনে করেন, বাচ্চার কথা বলা থেকে তার তরবিয়ত আরম্ভ করতে হয়। আবার কেউ মনে করেন, বাচ্চা তার চারপাশের পরিবেশ বোঝা দিতেই তখন থেকে তার তরবিয়ত শুরু করতে হয়।

কিন্তু কোরআনে কারিমের শিক্ষা এবং সুন্নতে রাসুল (সা.)-এর আলোকে পরিষ্কার জানা যায়, শিশুর তরবিয়তের স্তর শুরু হয় বিয়ের প্রস্তুতি থেকে। বিয়ের আগে সন্তানের জন্য আদর্শ মা নির্বাচন থেকে। আমি যাকে বিয়ে করছি, সে ভবিষ্যতে আমার সন্তানের অভিভাবক ও তরবিয়তের যোগ্য কিনা।

আব্দুল্লাহ্ বিন আম্‌র (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبيُّ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُرْدِيَهُنَّ وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ وَلَأَمَةٌ خَرْمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ

তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ "তোমরা শুধু রুপ-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে মহিলাদের বিবাহ করো না। এ রুপ-সৌন্দর্য্য হয়তো তাদের ধ্বংসের কারণও হতে পারে। হয়তো এই সম্পদই তাদের অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণ হতে পারে। অতএব ধর্মপরায়ণতা বিবেচনায় তোমরা তাদের বিবাহ করো। চেপ্টা নাকবিশিষ্ট কুৎসিৎ দাসীও অধিক উত্তম যদি সে হয় ধর্ম-পরায়ণা।

সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং **১৮৫৯**

সন্তান মায়ের পেটে থাকা কালীন অনেক কিছু মায়ের মাধ্যমে গ্রহণ করতে পারে। মায়ের কাজকর্ম আচার-আচরণ কষ্ট ব্যাথা সব কিছু সন্তানের উপর প্রভাব ফেলে। একজন দ্বীনদার মা কোরআন তেলাওয়াত দ্বীনি কাজের মাধ্যমে পেটে থাকাকালীন সময় থেকে তার সন্তানের তারবিয়াত শুরু করে দেন।

## ৭.২ তারবিয়াতের নিয়ম

একজন মানব শিশুর তারবিয়াত তার জন্মের পরে প্রতিটা ক্ষেত্রে সঠিক শিক্ষা দানের মাধ্যমে করা যেতে পারে। তার শুরুটা হবে দ্বীনের ইলম কালিমা শিক্ষা দানের মাধ্যমে। কোমল অন্তরে আল্লাহর ইয়াকিন পয়দা করার মাধ্যমে। কালিমার অন্তর্নিহিত অর্থ বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে বুঝ দানের মাধ্যমে। যেমনঃ যা কিছু হয় আল্লাহ থেকে হয় তা শিশুকে বুঝিয়ে দেয়া যে তোমার কিছু লাগলে আল্লাহর কাছে চাও তিনিই দিবেন। কোনো অপছন্দের কাজ করলে আল্লাহ পাক কষ্ট পাবেন এরকম বলা। মোটকথা শিশুর কোমল অন্তরে

কালিমার ইয়াকিন পাকাপোক্ত করার মাধ্যমে তার তারবিয়াত শুরু করা, যার ফলে বাকি সময়ে তার জন্য সবকিছু সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার জন্য কোরআন শিখার ব্যবস্থা করা, কোরআন শিখা হয়ে গেলে এর শিক্ষা কিভাবে জীবনকে সুন্দর করতে পারে তা বাস্তব জীবনের উদাহরণ দিয়ে বুঝানো।

সাত বছর বয়স থেকে নামাজের জন্য বলা। হাদিসে আছে,

حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، - يَعْنِي الْيَشْكُرِيَّ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَوَّارٍ أَبِي حَمْزَةَ، - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو حَمْزَةَ الْمُزَنِيُّ الصَّيْرَفِيُّ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ " .

‘আমর ইবনু শু‘আইব (রহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার থেকে বর্ণিতঃ: তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে সলাতের জন্য নির্দেশ দাও। যখন তাদের বয়স দশ বছর হয়ে যাবে তখন (সলাত আদায় না করলে) এজন্য তাদেরকে মারবে এবং তাদের ঘুমের বিছানা আলাদা করে দিবে।

সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং - ৪৯৫

কন্যা শিশুর জন্য মহিলা শিক্ষিকার ব্যবস্থা করা। ছেলেদের জামাতে নামাজ পড়ার তাগিদ দেয়া। সুন্নতি পোশাক পড়ানো। সর্বোপরি জীবনের প্রতিটা ক্ষেত্রে সুন্নতের নিয়ম অনুযায়ী জীবন শিক্ষা দেয়া।

## ৭.৩. জরুরী কিছু হিদায়ত

আমাদের উলামায়ে কেরামগণ সন্তান প্রতিপালনের জন্য জরুরি  হিদায়াত গুলো হাদিসের আলোকে বর্ণনা করে গেছেন। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) তার তরবিয়াতে আওলাদ কিতাবে এরকম উল্লেখযোগ্য নাসিহা প্রদান করেছেন। তার মধ্যে কিছু নিচে বর্ণনা করা হলোঃ

- ❖ শিশু কিছুটা বড় হওয়ার পর কালেমা তাওহীদ শিক্ষা দিবে

এবং জরুরী আদব শিক্ষা দিবে। সালাম শিক্ষা দিবে, মিথ্যা না বলা,  পর্দা,  হায়া শরম শিক্ষা দিবে।

- ❖ বাচ্চাদের শুরু হইতে মসজিদে জামাতের সহিত নামাজ পড়ানোর অভ্যাস করবে।
- ❖ ছেলেমেয়েদেরকে একসাথে খেলার সুযোগ দিবে না, তাতে করে পরবর্তী বিভিন্ন অনিষ্ট হতে নিরাপদ থাকবে।
- ❖ ছেলেমেয়েরা কোনো কাজ যেনো গোপনে না করে উহার অভ্যাস করানো।
- ❖ শৈশব হতেই যেনো মুসলমানদের সাথে,  আত্মীয় স্বজনদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখে তা লক্ষ্য রাখবে।
- ❖ বাচ্চারা যেনো সুন্নতের খেলাফ পোশাক না পড়ে তা খেয়াল রাখা।
- ❖ বাচ্চারা গীবত করলে তা যে অন্যায় সেটা স্নেহের সাথে বুঝিয়ে বলা।
- ❖ গরিবদের দান করা, সব জিনিস যেনো ভাইবোনের সাথে শেয়ার করে তা শিক্ষা দেয়া।

## ৮। সন্তানের দ্বীন শিক্ষা

শিশুরা মানবসমাজের সম্পদ। দেশ ও জাতির ভবিষ্যত। আজকের শিশু আগামীদিনের পরিচালক। যুগ ও সময়ের পথনির্দেশক। মানব ও মানবতার পথপ্রদর্শক। তাদের সঠিক শিক্ষা-দীক্ষা তাই একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষার সবচেয়ে উপযোগী সময় শৈশব। গ্রহণ ও ধারণের সর্বোত্তম সময় শৈশব। শিশুরা যেকোনো জিনিস খুব সহজে ধারণ করতে পারে। তাদের স্মৃতি থেকে তা কখনো মুছে যায় না। গবেষকগণ সত্য বলেছেন, 'শৈশবের শিক্ষা যেন পাথরে অংকিত নকশা।'

একটি উদাহরণ দেখুন। উমর ইবনে আবু সালামা রা. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিপালনে ছিলাম। একবার (বড় পাত্রে) খাবার সময় আমার হাত পাত্রে এদিক-ওদিক ঘুরছিল। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে বাছা! খাবার সময় বিসমিল্লাহ্ পড়বে। ডান হাতে খাবে। নিজের দিক থেকে খাবে। রাবী বলেন, 'এরপর থেকে এটি আমার স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।' -সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৩৭৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৫৩৮৮

কারণ শিশুদের ধ্যান-ধারণা পাক-পবিত্র। অনুভব-অনুভ,তি কোমল ও স্বচ্ছ। তারা যখন দুনিয়াতে আসে, তাদের মধ্যে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনার এবং ন্যায় ও সত্যের দাওয়াত গ্রহণ করার স্বভাব-যোগ্যতা বিদ্যমান থাকে। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, প্রতিটি শিশু ফিতরত (সত্য স্বভাব)-এর উপর জন্মগ্রহণ করে। পরে তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদি বানায় কিংবা খ্রিস্টান বানায় কিংবা অগ্নিপূজক বানায়। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩৫৮

সুতরাং শৈশব থেকেই শিশুর আকীদা-বিশ্বাস ও আখলাক-চরিত্রকে ইসলামের আলোয় আলোকিত করতে হবে। শিশুরা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয় পরিবেশ দ্বারা। পরিবেশ তাদের মনে গভীর রেখাপাত করে। এজন্য তাদেরকে ঘরে ও বাইরে দ্বীনী পরিবেশে রাখতে হবে, যাতে তারা ইসলামী আদর্শে বেড়ে উঠতে পারে এবং এটি তাদের স্বভাবে পরিণত হতে পারে। নতুবা ধীরে ধীরে সে বিজাতির বোধ-বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান গ্রহণ

করতে শুরু করবে, বড় হয়ে বিপথগামী হয়ে পড়বে, যা এই নিষ্পাপ শিশুর উপর যেমন অবিচার তেমনি মানবজাতির উপরও।

নিকট অতীতের বিখ্যাত আলেম মাওলানা মুহাম্মাদ মনযূর নোমানী রাহ. বলেন—

'আম্বিয়ায়ে কেরামের দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি হল : এটি মূলত আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের প্রস্তুতির জন্য। এই দৃষ্টিভঙ্গির স্বাভাবিক ও অপরিহার্য দাবি এই যে, দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মাসআলা হল, আখেরাতে সফলতা অর্জন করা। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তার সন্তানের এই হক সাব্যস্ত করেছেন যে, একেবারে প্রথম থেকেই তার দ্বীনী তালীম ও তারবিয়াতের ফিকির করবে। এতে অবহেলা করলে গুনাহগার হবে।' —মাআরিফুল হাদীস ৩/২৭৪

অতএব সন্তানকে প্রথমে আল্লাহর নাম ও কালিমা শেখাতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন যিকির, মাসূর দুআ এবং ইসলামী শিষ্টাচার শেখাতে হবে।

**দ্বীন শিক্ষা প্রদানের পদ্ধতি**

**১।পরিবারে দ্বীন শিক্ষার ভূমিকা**

পরিবার হল সন্তানের প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পিতা-মাতার দ্বীনদারিতা সন্তানের উপর গভীর প্রভাব ফেলে।

**২। মসজিদ ও মাদ্রাসার ভূমিকা**

মসজিদ ও মাদ্রাসা শিশুদের ইসলামিক শিক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এখানে তারা কুরআন, হাদিস, ফিকহ, আখলাক শিখে।

**৩। আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দ্বীন শিক্ষা**

আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও দ্বীন শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামিক স্টাডিজ, কুরআন ক্লাস, এবং নৈতিক শিক্ষা কোর্স সংযোজন করা যেতে পারে।

### ৪। অনলাইন রিসোর্স ও মাল্টিমিডিয়া

বর্তমানে অনলাইন রিসোর্স ও মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে দ্বীন শিক্ষা প্রদানের নতুন নতুন পদ্ধতি বেরিয়ে এসেছে। এতে সন্তানদের সহজেই ইসলামিক শিক্ষা দেওয়া যায়।

নবীজীর আমল দেখুন— ওমর ইবনে আবি সালামা রা. বলেন, আমি ছোট অবস্থায় নবীজীর কাছেই লালিত পালিত হয়েছি। একবার খাওয়ার সময় পাত্রের চতুর্পাশ থেকে খাচ্ছিলাম। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন—

يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ.

'হে বৎস! বিসমিল্লাহ বল, ডান হাতে খাও এবং তোমার পাশ থেকে খাও।' —সহীহ মুসলিম, হাদীস ২০২২

এভাবে শিশুকে ছোট থেকেই হাতে-কলমে সুন্নত, আদব ইত্যাদি শেখানো।

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার স্নেহ, মমতা প্রশ্নাতীত। এ পরম করুণাময় আল্লাহর দান। তিনিই তাদের মনে মমতার এ অফুরন্ত ঝরণা উৎসারিত করেছেন। পিতা-মাতার মমতা-সিক্ত হৃদয় সন্তানের কল্যাণ-কামনায় অস্থির থাকে। কিন্তু কাকে বলে কল্যাণ? মহান আল্লাহ যে পিতা-মাতাকে ঈমান ও হিকমত দান করেছেন, তারা সন্তানের কেবল শারীরিক প্রতিপালনই নয়; মন-মস্তিষ্ক, বোধ-বিশ্বাস ও আচার-আচরণ নির্মাণেও অস্থির থাকেন। শুধু ইহকালীন সুখ-সমৃদ্ধিই নয়; পরকালীন শান্তি-সাফল্যের জন্যও ব্যাকুল থাকেন। সুতরাং স্বভাবের মমত্ববোধের সাথে যখন আসমানের আলোর সংযোগ ঘটে তখন সন্তানের উভয় জীবন হয় সর্বাঙ্গীণ সুন্দর।

সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষা পিতা-মাতার দায়িত্বও। এ স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত। ইরশাদ হয়েছে, (তরজমা) হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে রক্ষা কর সেই আগুন থেকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। -সূরা তাহরীম (৬৬) : ৬

এখানে আগুন শব্দটি প্রণিধানযোগ্য। সন্তানের শিক্ষা-দীক্ষায় পিতা-মাতার কী পরিমাণ চেষ্টা করতে হয়? তাদেরকে গোনাহ থেকে বাঁচাতে কেমন ব্যাকুল হতে হয়? আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য যেমন ব্যাকুল হন তেমন, আগুন শব্দটি এ ইঙ্গিতই দেয়। ধরা যাক, কোথাও এমন ভায়াবহ আগুন জ্বলছে যে, তাতে কেউ পড়ে গেলে তার জীবিত ফেরা অসম্ভব। কোনো অবুঝ ছেলে যদি সেদিকে পা বাড়ায়, পিতা-মাতা কি শুধু 'যেয়ো না', 'পুড়ে যাবে' বলে বসে থাকবেন? শুধু মৌখিক উপদেশ দিয়ে ক্ষান্ত হয়ে যাবেন? আর এ সত্তে¡ও সে যদি দগ্ধ হয়ে যায়, তবে তারা কি একথা বলে দায়মুক্ত হবেন যে, আমরা ওকে নিষেধ করেছি, ও শোনেনি, স্বেচ্ছায় দগ্ধ হয়েছে? পিতা-মাতার তো ছেলেকে আগুনের দিকে যেতে দেখলে ঘুম হারাম হয়ে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোলে তুলে তাকে আগুন থেকে দূরে না নিয়ে যেতে পারবেন ততক্ষণ তারা শান্তি পাবেন না।

সঠিক ও কল্যাণকর শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা কেবল পিতা-মাতাই নয়; শিক্ষক, সমাজ, সরকার সবার দায়িত্ব এবং সকলকেই এ বিষয়ে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, তোমাদের প্রত্যেকে দায়িত্বশীল। প্রত্যেকে তার অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) জনগণের দায়িত্বশীল। তাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। পুরুষ পরিবারের দায়িত্বশীল। তাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। মহিলা তার স্বামীর ঘর ও সন্তানের দায়িত্বশীল। তাকে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। গোলাম তার মনিবের সম্পদের দায়িত্বশীল। তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সুতরাং তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকে তার অধীনদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২৫৫৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৮২৮

অপর এক হাদীসে এসেছে, তোমাদের সন্তানদের নামাযের হুকুম কর যখন তাদের বয়স সাত বছর। আর যখন দশ তখন (নামায না পড়লে) প্রহার কর এবং তাদের পরস্পরের বিছানা পৃথক করে দাও। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৪৯৫

সন্তানের তালীম-তারবিয়াত পুণ্যকর্মও। সন্তান-সন্ততি কেবল পার্থিব অবলম্বনই নয়; পরকালের সম্বলও বটে। পিতা-মাতা তাদের সৎ, যোগ্য ও নেককাররূপে গড়ে তুললে

দুনিয়া-আখেরাত সর্বত্র উপকৃত হবেন। মৃত্যুর পরও তারা এর সাওয়াব পেতে থাকবেন। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে, মানুষের মৃত্যুর পর তিনটি ছাড়া আর সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। সদকা জারিয়া। এমন ইলম, যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। এবং নেককার সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৩১০

ইসলাম মমত্ববোধ, দায়িত্ববোধ ও পরকাল অবলম্বন- তিনভাবে পিতা-মাতাকে সন্তানের সহীহ তালীম-তারবিয়াতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে, যাতে কোনো একটি যদি তাদের জাগিয়ে তুলতে না পারে অন্যটি যেন পারে। এবং এই মানবসম্পদ কোনো অবস্থাতেই যেন সঠিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত না হয়। আর পিতা-মাতার মনে যদি এ তিন চিন্তার সম্মিলন ঘটে তাহলে তো সন্তানের জীবন হবে অতুলনীয়- শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক ও ঈমানিক সবদিক থেকে।

মানবজাতির হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআন নাযিল করেছেন। তাতে সন্তানের তালীম-তারবিয়াত বিষয়েও পর্যাপ্ত নির্দেশনা রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে আল্লাহর কিছু বিশিষ্ট বান্দার সন্তান-তারবিয়াতের বিস্ময়কর উদাহরণ। আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহপূর্বক এগুলো বর্ণনা করেছেন, যাতে সন্তানের ঈমান ও চরিত্রের ব্যাপারে তাঁদের মনে যে ব্যাকুলতা ও দায়িত্বসচেতনতা ছিল, সবাই তা উপলব্ধি করতে পারে এবং কলিজার টুকরার জন্য নিজেদের মনেও সেটা ধারণ করতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দেখুন:

এক. হযরত লুকমান অত্যন্ত জ্ঞানী লোক ছিলেন। তিনি তাঁর ছেলেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। কুরআন মাজীদের সূরা লুকমানে সেই উপদেশগুলো বর্ণিত হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছে, (তরজমা) 'এবং (সেই সময়কে) স্মরণ কর, যখন লুকমান তার পুত্রকে উপদেশচ্ছলে বলেছিল, ওহে আমার পুত্র! আল্লাহর সাথে শিরক কর না। নিশ্চিত জেন, শিরক চরম যুলুম। হে বাছা! কোনো কিছু যদি সরিষার দানা বরাবরও হয় এবং তা থাকে কোনো পাথরের ভেতর কিংবা আকাশমÐলীতে বা ভূমিতে, তবু আল্লাহ তা উপস্থিত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ অতি সূ²দর্শী, সব কিছুর খবর রাখেন। বাছা! নামায কায়েম কর,

মানুষকে সৎকাজের আদেশ কর, মন্দ কাজে বাধা দাও এবং তোমার যে কষ্ট দেখা দেয়, তাতে সবর কর। নিশ্চয় এ অত্যন্ত হিম্মতের কাজ। এবং মানুষের সামনে নিজ গাল ফুলিও না এবং ভ,মিতে দর্পভরে চলো না। নিশ্চয় আল্লাহ দর্পিত অহংকারীকে পছন্দ করেন না। নিজ পদচারণায় মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর সংযত রাখ। নিশ্চয়ই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট স্বর গাধাদেরই স্বর।' -সূরা লুকমান (৩১) : ১৩, ১৬-১৯

দুই. হযরত নূহ আ. প্রায় এক হাজার বছর পর্যন্ত তাঁর কওমকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। আস্তে-জোরে, প্রকাশ্যে-গোপনে, জনতায়-নির্জনতায়- বিভিন্নভাবে তাদের বুঝিয়েছেন। তবু অল্পসংখ্যক ছাড়া কেউ ঈমান আনেনি। তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের উপর কঠিন শাস্তি নেমে আসে- মহাপ্লাবন। আল্লাহর হুকুমে ঈমানদার সঙ্গীদের নিয়ে তিনি নৌকায় আরোহণ করলেন। (তরজমা) 'সে নৌকা পর্বত-প্রমাণ তরঙ্গরাশির মধ্যে তাদের নিয়ে বয়ে চলছিল। নূহ তার ছেলেকে, যে সকলের চেয়ে পৃথক ছিল, বলল, বাছা! তুমি আমাদের সঙ্গে আরোহণ কর এবং কাফেরদের সঙ্গে থেক না। সে বলল, আমি এখনই এমন এক পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে। নূহ বলল, আজ আল্লাহর হুকুম থেকে কাউকে রক্ষা করার কেউ নেই, কেবল সেই ছাড়া যার প্রতি আল্লাহ দয়া করেন। অতঃপর ঢেউ তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং সেও নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।' -সূরা হুদ (১১) : ৪১-৪২

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, (তরজমা) 'নূহ তার প্রতিপালককে ডাক দিয়ে বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র তো আমার পরিবারেরই একজন! এবং নিশ্চয় তোমার ওয়াদা সত্য এবং তুমি সকল বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক। আল্লাহ বললেন, হে নূহ! তুমি নিশ্চিত জেনে রেখ, সে তোমার পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে তো অপবিত্র কর্মে কলুষিত। সুতরাং তুমি আমার কাছে এমন জিনিস চেয়ো না যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তুমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' -সূরা হুদ (১১) : ৪৫-৪৬

ছেলেকে মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত করার কী ঐকান্তিক চেষ্টা! অথচ তাঁকে ওহীর মাধ্যমে আগেই জানানো হয়েছিল যে, এ পর্যন্ত যারা ঈমান এনেছে তারা ছাড়া তোমার কওমের আর কেউ ঈমান আনবে না। তবু শেষ চেষ্টাটা তিনি করেছেন। কেননা তাঁর নিশ্চিত জানা ছিল, এ আযাবে যে ধ্বংস হবে তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত। তাকে চিরকাল সেখানে থাকতে হবে। কোনো পিতা-মাতার পক্ষে কি সন্তানের এ দুঃসংবাদ সহ্য করা সম্ভব? এ শোনার পর কি তারা হাত-পা জমিয়ে বসে থাকতে পারে?

তিন. ইরশাদ হয়েছে, (তরজমা) 'যখন তার (ইবরাহীম আ.-এর) প্রতিপালক তাকে বললেন, আনুগত্যে নতশীর হও। তখন সে বলল, আমি রাব্বুল আলামীনের সামনে মাথা নত করলাম। ইবরাহীম তার সন্তানদেরকে একথারই অসিয়ত করল এবং ইয়াকুবও (তার সন্তানদেরকে) যে, হে আমার পুত্রগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য এ দ্বীন মনোনীত করেছেন। সুতরাং তোমাদের মৃত্যু যেন এ অবস্থায় আসে যে, তোমরা মুসলিম। তোমরা কি সেসময় উপস্থিত ছিলে যখন ইয়াকুবের মৃত্যুক্ষণ এসে গিয়েছিল। যখন সে তার পুত্রদেরকে বলেছিল, আমার পর তোমরা কার ইবাদত করবে? তারা সকলে বলেছিল, আমরা সেই এক আল্লাহরই ইবাদত করব, যিনি আপনার মাবুদ এবং আপনার বাপ-দাদা ইবরাহীম, ইসমাইল ও ইসহাকেরও মাবুদ। আমরা সকলে কেবল তাঁরই অনুগত।' -সূরা বাকারা (২) : ১৩১-১৩৩

ইয়াকুব আ. নিজেও নবী। তাঁর পিতা হযরত ইসহাক আ.। চাচা হযরত ইসমাইল আ.। দাদা হযরত ইবরাহীম আ.। এটি নবী পরিবার এবং সকলেই বড় বড় নবী। এ থেকেই অনুমান করা যায়, তাঁর ছেলেদের ঈমান কী শক্তিশালী ছিল এবং জীবনাচরণে সেটার কী গভীর প্রভাব পড়েছিল। এ সত্ত্¡ও তিনি তাদের থেকে তাঁর মৃত্যুর পর ঈমানে অবিচল থাকার অঙ্গীকার নিয়েছেন। আর এ তিনি কখন করেছেন? মৃত্যুক্ষণে যখন সাধারণ মানুষ হুঁশ-জ্ঞান হারিয়ে ফেলে কিংবা পার্থিব বিষয়াদি নিয়ে ব্যস্ত থাকে, সেসময় তিনি ছেলেদের ভবিষ্যত-ঈমান নিয়ে ব্যস্ত। কারণ তাঁর কাছে ঈমানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যাদেরকে সারা জীবন আগলে রাখা হয়েছে তারা যদি কখনো ঈমান থেকে দূরে সরে যায়? গোনাহ বা

শিরকে লিপ্ত হয়ে পড়ে? তাই মৃত্যুর আগে (নিজের সাধ্য অনুযায়ী) আবারো তাকীদ করছেন।

ইয়াকুব আ.-এর মনকে সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল কোন প্রেরণাটি; দায়িত্ববোধ না মমত্ববোধ? নিঃসন্দেহে দুটোই। কারণ নবীর মমত্ববোধ ও দায়িত্ববোধ আলাদা ধারায় প্রবাহিত হয় না। সুতরাং পিতা-মাতার মনে সন্তানের শারীরিক প্রতিপালনের জন্য যে মমত্ব জাগে, চারিত্রিক ও ঈমানিক প্রতিপালনের জন্যও সেরকম মমত্ব জাগুক। সন্তানকে আগুন থেকে বাঁচাতে তারা যেমন ব্যাকুল হন, অন্যায় ও গোনাহ থেকে বিরত রাখতেও তেমনি ব্যাকুল হোক।

## ৯। সন্তানকে দ্বীনি তরবিয়ত প্রদানের ফযীলত

সুসন্তান মা-বাবার জন্য উত্তম সদকায়ে জারিয়া। সদকায়ে জারিয়া হলো- এমন দান যার কার্যকারিতা কখনো শেষ হবে না এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। অর্থাৎ এই পৃথিবী যত দিন থাকবে, তত দিন পর্যন্ত কবরে শুয়ে শুয়ে সদকাকারী ব্যক্তি এর সওয়াব পেতেই থাকবে। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সদকায়ে জারিয়া অব্যাহত রাখতে সন্তানকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়া।

বহু নেককার মানুষ আছে, যাদের মৃত্যুর পর আমলের রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু যে মা-বাবা নেককার-পরহেজগার সন্তান রেখে কবরে যান, মৃত্যুর পর তাঁর নেকি অর্জনের পথ বন্ধ হয় না।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ«

'মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে ৩টি আমল বন্ধ হয় না। ১. সদকায়ে জারিয়া, ২. এমন ইলম যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় ও ৩. এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।' -(সহিহ মুসলিম, হাদিস : ৪৩১০)

অন্য হাদিসে এসেছে, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 'মৃত্যুর পর কবরে থাকা অবস্থায় বান্দার সাতটি আমলের প্রতিদান অব্যাহত থাকে, (১) যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষা দেবে অথবা (২) নদী খননের ব্যবস্থা করবে অথবা (৩) কূপ খনন করবে অথবা (৪) কোনো খেজুরগাছ রোপণ করবে অথবা (৫) মসজিদ নির্মাণ করবে অথবা (৬) কোরআন (তিলাওয়াতের জন্য অথবা এর আহকাম জীবনে বাস্তবায়নের জন্য) কাউকে দান করবে, অথবা (৭) এমন কোনো

সন্তান রেখে যাবে, যে মৃত্যুর পর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।' (মুসনাদে বাজজার, হাদিস : ৭২৮৯; সহিহুত তারগিব, হাদিস : ৭৩)

মা-বাবা একজন নেক সন্তানের আন্তরিক ও একনিষ্ঠ দোয়ার মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হতে পারেন। তাঁরা নেক সন্তানের মাধ্যমে সমাজের বুকে যেমন সম্মানিত হন, তেমনি আখিরাতেও তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। রাসুল (সা.) বলেছেন,

'নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ জান্নাতে নেককার বান্দার মর্যাদা সমুন্নত করবেন, তখন সে বলবে, হে আমার রব, কেন আমার জন্য এই উচ্চ মর্যাদা? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনা করার কারণে।' (মুসনাদ আহমাদ, হাদিস : ১০৬১০)

অর্থাৎ মা-বাবার জন্য নেক সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার কারণে মহান আল্লাহ তাঁদের জান্নাতের উচ্চাসন দান করবেন। সুতরাং সন্তানকে সুসন্তান হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা জরুরি। সুসন্তান ইহকাল ও পরকালের পাথেয়।

মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের সন্তানেরা কুরআন তিলাওয়াত করবে। তাদের মা-বাবাকে হাশরের দিন নূরের টুপি পরানো হবে। হজরত মুয়াজ জুহানি রা: থেকে বর্ণিত হয়েছে, হজরত রাসূলুল্লাহ সা: এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করেছে এবং তাতে যা আছে সে অনুযায়ী আমল করেছে, তাহলে তার মা-বাবাকে কিয়ামত দিবসে একটি (নূরের) তাজ (টুপি) পরানো হবে। যদি সূর্য তোমাদের গৃহে প্রবেশ করত, তাহলে ওই সূর্যের আলো অপেক্ষাও ওই টুপির আলো উজ্জ্বলতর হবে। এখন তোমরা চিন্তা করো, যে ব্যক্তি কুরআনের নির্দেশ অনুসারে আমল করে, তার মর্যাদা ও অবস্থা কত উত্তম হবে?' (আবু দাউদ:১৪৫৩)।

ইবনে আবু তালেব রা: হতে বর্ণিত হয়েছে, হজরত রাসূল সা: এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং উহা মুখস্থ করেছে অতঃপর কুরআন যা হালাল করেছে সে নিজের জন্য তা হালাল করেছে এবং কুরআন যা হারাম করেছে সে নিজের জন্য তা হারাম করেছে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং নিজ পরিবারের এমন

দশজনের জন্য তার সুপারিশ কবুল করা হবে। যাদের পরিণাম জাহান্নাম অবধারিত ছিল।' (তিরমিজি:৫/২৯০৫)।

সন্তানকে দ্বীনি তরবিয়ত প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করা, তাদের মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টা করা হয়। এ ধরনের তরবিয়ত সন্তানের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। নিচে সন্তানকে দ্বীনি তরবিয়ত প্রদানের ফযীলত তুলে ধরা হলো:

**১. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন**

সন্তানকে দ্বীনি তরবিয়ত প্রদান করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়। একজন মুসলিমের জন্য সন্তানের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

**২. নৈতিক ও সৎ মানুষ গঠন**

দ্বীনি তরবিয়ত সন্তানের মধ্যে সৎ, ন্যায়পরায়ণ এবং দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার ভিত্তি স্থাপন করে। এটি তাদের নৈতিক মূল্যবোধ যেমন সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহানুভূতি এবং ধৈর্য শেখায়।

**৩. পারিবারিক শান্তি ও বন্ধন**

দ্বীনি তরবিয়ত পরিবারে শান্তি ও ঐক্য বজায় রাখে। ইসলামিক মূল্যবোধের মাধ্যমে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত হয় এবং পারস্পরিক সম্মান ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।

**৪. সমাজের উন্নতি**

সৎ ও নৈতিক সন্তান সমাজের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে অবদান রাখে এবং সমাজে ন্যায়পরায়ণতা ও নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপন করে।

**৫. আখিরাতের সফলতা**

সন্তানকে সঠিক তরবিয়ত প্রদান করলে আখিরাতেও এর ফল লাভ করা যায়। সৎ ও ধর্মপরায়ণ সন্তান মাতা-পিতার জন্য দোয়া করে এবং তাদের জন্য সওয়াবের কারণ হয়। হাদিসে এসেছে,

"যখন মানুষ মারা যায়, তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়, শুধুমাত্র তিনটি জিনিস ছাড়া: সদকায়ে জারিয়া, এমন জ্ঞান যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, এবং সৎ সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।"

(মুসলিম শরীফ, হাদিস নং ১৬৩১)

**৬. মানসিক শান্তি ও স্থিতি**

দ্বীনি শিক্ষা এবং মূল্যবোধ শিশুর মানসিক শান্তি এবং স্থিতিশীলতা প্রদান করে। এটি তাদের জীবনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়তা করে এবং তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে।

**৭. আল্লাহর রহমত ও বরকত**

সন্তানকে দ্বীনি তরবিয়ত প্রদান করলে আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভ করা যায়। পরিবারে শান্তি, সমৃদ্ধি এবং সুখ বজায় থাকে।

সন্তানকে দ্বীনি তরবিয়ত প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যা শুধু তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সহায়ক নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, আখিরাতে সফলতা, এবং সমাজে ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য। দ্বীনি তরবিয়তের মাধ্যমে সৎ ও নৈতিক প্রজন্ম গড়ে তোলা সম্ভব, যারা সমাজের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

## ১০। নেককার সন্তান সন্ততি পরকালে বাবা-মার মুক্তির উপায়

সুসন্তান বাবা-মার জন্য দুনিয়াত ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর। আর কুসন্তান বাবা-মার জন্য অভিশাপ। কারণ কুসন্তানের জন্য বাবা-মা দুনিয়াতে অপমানিত হওয়ার পাশাপাশি হাশরের ময়দানে আল্লাহর দরবারে আসামি হিসেবে দাঁড়াতে হবে।

সুসন্তানকে ইসলামের পরিভাষায় নেককার সন্তান বলা হয়। নেককার সন্তান এই দুনিয়ার জন্য বরকতময় আবার পরকালেরও সঞ্চয়পত্র। মানুষ মৃত্যুর পর আমলের সব রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু কিছু আমল দুনিয়ায় থাকাকালীন অবস্থায় করে যাওয়ার কারণে তার সাওয়ার মৃত্যুর পরও পেতে থাকে।

হজরত আবু হুরাইয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি মারা যায়, তখন তার আমলের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তবে তিনটি আমল কখনো বন্ধ হয় না। এক, সদকায়ে জারিয়া, দুই, ওই ইলম যা দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয়, তিন, নেককার সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে। (সহিহ মুসলিম: **১৬৩১**, সুনামে আবু দাউদ: ২৮৮০)

মৃত্যুর পরবর্তী জীবন খুব কঠিন। মৃত্যুর পর যেখানে এই পৃথিবীর কোনো ধন-সম্পত্তি, ঐশ্বর্য কাজে আসবে না। কেউ চাইলেই নিজের ভুলগুলো সংশোধন এবং আমল বাড়িয়ে হাশরের ময়দানে নাজাতের ব্যবস্থা করতে পারবে না। কিন্তু, মৃত্যুর পরও তিনটি পদ্ধাতি আমল জারি থাকে।

এই তিনটি আমলের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নেককার সন্তান। মুসলমানের সন্তান-সন্তাতি যেন পরকালে যেন তাদের বাবা-মার মুক্তির কারণ হয় এই কামনা করছি।

ইসলামে সন্তানের নেকি ও সৎ কাজ বাবা-মার জন্য পরকালে মুক্তির উপায় হতে পারে। একটি নেককার সন্তান তার বাবা-মার জন্য অনেক দোয়া করে, যা তাদের আখিরাতের জন্য সহায়ক হয়। এখানে নেককার সন্তান সন্ততি কীভাবে বাবা-মার মুক্তির উপায় হতে পারে তার কিছু দিক তুলে ধরা হলো:

**১. দোয়া ও ইস্তিগফার**

নেককার সন্তান প্রতিনিয়ত তার বাবা-মার জন্য দোয়া করে এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। হাদিসে এসেছে:

"যখন মানুষ মারা যায়, তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়, শুধুমাত্র তিনটি জিনিস ছাড়া: সদকায়ে জারিয়া, এমন জ্ঞান যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, এবং সৎ সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে।"

(মুসলিম শরীফ, হাদিস নং ১৬৩১)

**২. সদকায়ে জারিয়া**

নেককার সন্তান বাবা-মার পক্ষ থেকে সদকা বা দান করে, যা তাদের জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে গণ্য হয়। এটি একটি এমন দান, যার ফল মৃত্যুর পরও পাওয়া যায়।

**৩. ইসলামী শিক্ষা ও প্রচার**

নেককার সন্তান ইসলামিক শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রচার করে, যা তার বাবা-মার জন্য সওয়াবের কারণ হয়।

**৪. বাবা-মার নির্দেশনা পালন**

সন্তান যদি বাবা-মার নির্দেশনা পালন করে এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তবে এর ফলে বাবা-মা আখিরাতে পুরস্কৃত হন। কুরআনে এসেছে:

"তোমার পালনকর্তা আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত না করো এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করো। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে ‘উফ’ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। তাদের সাথে শিষ্ঠাচারপূর্ণ কথা বলো।"

(সূরা আল-ইসরাঃ ২৩)

**৫. নামাজ, রোজা ও অন্যান্য ইবাদত**

নেককার সন্তান যদি নিয়মিত নামাজ, রোজা এবং অন্যান্য ইবাদত পালন করে, তবে তার বাবা-মা এর জন্য সওয়াবের ভাগিদার হন।

**৬. ভালো কাজ ও নৈতিকতা**

নেককার সন্তান তার জীবনে সৎ এবং ন্যায়পরায়ণ কাজ করে, যা তার বাবা-মার তরবিয়তের ফল। এর মাধ্যমে বাবা-মা আখিরাতে পুরস্কৃত হন।

নেককার সন্তান বাবা-মার জন্য পরকালে মুক্তির উপায় হতে পারে। সৎ কাজ, দোয়া, সদকায়ে জারিয়া এবং ইসলামী মূল্যবোধ প্রচারের মাধ্যমে সন্তান তার বাবা-মার জন্য সওয়াবের কারণ হয়। তাই, বাবা-মাকে উচিত তাদের সন্তানদের সঠিক দ্বীনি তরবিয়ত প্রদান করা, যাতে তারা নেককার সন্তান হিসেবে গড়ে ওঠে এবং তাদের জন্য পরকালে মুক্তির উপায় হতে পারে।

# ১১। পরিশিষ্ট

সন্তানকে দ্বীন শিক্ষা প্রদান করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং এটি বহুমাত্রিক উপকারিতা ও ফযীলত নিয়ে আসে। দ্বীন শিক্ষার মাধ্যমে সন্তান সঠিক পথের দিশা পায়, আখিরাতের সফলতার জন্য প্রস্তুত হয় এবং পৃথিবীতে একটি নৈতিক, দায়িত্বশীল ও সৎ ব্যক্তি হিসেবে গড়ে ওঠে। সন্তানের সঠিক দ্বীন শিক্ষা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অপরিহার্য। এটি তাদেরকে আল্লাহর বিধান মেনে চলার এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত করে।

দ্বীন শিক্ষা সন্তানের মধ্যে সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সহানুভূতি, ধৈর্য এবং অন্যান্য নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলে। এটি তাদেরকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ন্যায়নিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

ধর্মীয় শিক্ষা পরিবারে শান্তি, সমৃদ্ধি এবং ঐক্য বজায় রাখে। এটি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান ও ভালোবাসা বৃদ্ধি করে।

দ্বীন শিক্ষা সন্তানকে আখিরাতের জন্য প্রস্তুত করে এবং তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হয়। সৎ সন্তান তার মাতা-পিতার জন্য দোয়া করে এবং তাদের আখিরাতের মুক্তির উপায় হতে পারে।

দ্বীন শিক্ষা সমাজে নৈতিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তি স্থাপন করে। সৎ ও নৈতিক প্রজন্ম সমাজের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং একটি সমৃদ্ধশালী ও ন্যায়নিষ্ঠ সমাজ গঠনে সহায়ক হয়।

ধর্মীয় শিক্ষা এবং মূল্যবোধ শিশুর মানসিক শান্তি এবং স্থিতিশীলতা প্রদান করে। এটি তাদের জীবনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়তা করে এবং তাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করে।

সন্তানকে দ্বীন শিক্ষা প্রদান তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সহায়ক এবং তাদেরকে একটি সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে অপরিহার্য। এটি তাদের আখিরাতের সফলতার জন্য প্রস্তুত করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি মাধ্যম। সঠিক দ্বীন শিক্ষা শিশুকে একটি সমৃদ্ধ, ন্যায়নিষ্ঠ এবং শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের জন্য ভিত্তি স্থাপন করে, যা তাদের পরিবার ও সমাজের জন্যও কল্যাণকর। তাই, সন্তানকে দ্বীন শিক্ষা প্রদান করা প্রতিটি মুসলিম পিতা-মাতার একটি প্রধান দায়িত্ব।

## ১২। তথ্যসূত্র


1. https://www.alkawsar.com/bn/topics/67/

2.https://www.alkawsar.com/bn/article/2805/

3. https://www.alkawsar.com/bn/article/2750/

4. https://www.sonalinews.com//m/religion/news/174690

5. https://www.islaminlife.com/bn

6. https://www.shomoyeralo.com/

7. https://www.kalerkantho.com/online/

8. https://www.bd-pratidin.com/editorial/

9. https://inews.zoombangla.com/

10.http://www.tawheederdak.com/article_details/179

11.https://m.dailyinqilab.com/article/362616/